আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে জরিমানা ও সার জব্দ

আলমডাঙ্গা উপজেলায় লাইসেন্স ছাড়াই সার মজুত ও পাচারের অভিযোগে এক সার ব্যবসায়ীর গোডাউনে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। এতে বিপুল পরিমাণ সার মজুতের প্রমাণ মিলেছে। ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের সার ব্যবসায়ী মিনারুল ইসলাম রাতের আঁধারে চোরাই পথে সার সংগ্রহ করে নিজের গোডাউনে মজুত করতেন। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি বস্তা ডিএপি সারের দাম ১,০৫০ টাকা হলেও তিনি তা ১,৫০০ টাকায় মেহেরপুরের গাংনী ও কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় পাচার করতেন।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের একটি স-মিলের সামনে সন্দেহজনকভাবে চলাচলকারী একটি লাটাহাম্বা গাড়ি স্থানীয় লোকজন থামিয়ে দেন। গাড়িটিতে থাকা ৫০ বস্তা ডিএপি সার উদ্ধার করা হয়। পরে জানা যায়, এসব সার মিনারুল ইসলামের গোডাউন থেকে পাচারের জন্য নেওয়া হচ্ছিল।

পরদিন বুধবার দুপুরে খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশিষ কুমার বসু ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ পলাশ ওই গোডাউনে অভিযান চালান। কর্মকর্তারা জানান, সেখানে বিএডিসি বা বিসিআইসির কোনো বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই প্রায় এক হাজার বস্তা ডিএপি, টিএসপি, ইউরিয়া ও অন্যান্য সার মজুত পাওয়া যায়।

অভিযানের সময় স্থানীয় সার সিন্ডিকেটের কয়েকজন লোক ঘটনাস্থলে উত্তেজনা সৃষ্টি করেন। তাঁরা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে অসৌজন্যমূলক আচরণ করলে পরিস্থিতি থমথমে হয়ে ওঠে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনার পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) মিনারুল ইসলামকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন এবং উদ্ধার হওয়া ৫০ বস্তা ডিএপি সার জব্দ করেন। উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, বৈধ লাইসেন্স ছাড়া সার ব্যবসা এবং সার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ পলাশ বলেন, মিনারুল ইসলামের নামে কোনো লাইসেন্স নেই। তিনি অবৈধভাবে সার ব্যবসা করছেন। কৃষক সাজিয়ে তাঁর লোকজন আমাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণও করেছে। সিন্ডিকেটে যারা জড়িত থাকুক, প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ঘটনায় কৃষকেরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, সার পাচার বন্ধ না হলে ন্যায্যমূল্যে সার পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। প্রশাসনের এ অভিযান তাঁদের কাছে আশার বার্তা হয়ে এসেছে।

জনগণের ভোটের অধিকার রক্ষায় আপসহীন থাকবে প্রশাসন

ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, “নির্বাচনে ভোটারের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্ক আছে। কোনো অনিয়ম, প্রভাব বা চাপ সৃষ্টির চেষ্টা বরদাশত করা হবে না। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সবাই যেন নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন—এটাই আমাদের অঙ্গীকার।”

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আজ সকাল ১১টায় উপজেলা হল রুম কর্মকর্তাবৃন্দ ও সুধীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মেহেরপুর জেলার নবযোগদানকৃত জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. সৈয়দ এনামুল কবির এসকল কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, মেহেরপুরের মানুষ শান্তিপ্রিয়। মানুষের কল্যাণে প্রশাসন সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলভাবে কাজ করে যাবে।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম। সভাপতিত্ব বক্তব্য তিনি বলেন, “বাল্যবিবাহ ও মাদক নির্মূলে প্রশাসন ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। পাশাপাশি শীতের শুরু থেকেই অসহায় ও গরীব মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ চলছে। সমাজের দুর্বল শ্রেণির মানুষের যেন কোনো কষ্ট না হয় সেদিকে সর্বোচ্চ নজর রাখা হচ্ছে।”

এছাড়াও সভায় উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে উপজেলা প্রশাসন গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল

মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে বর্ণাঢ্য আয়োজনে সম্পন্ন হয়েছে “উপজেলা প্রশাসন গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫”এর ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।

বুধবার (৫ নভেম্বর) বিকেল ৩টায় উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় দর্শকদের উপস্থিতিতে স্টেডিয়াম উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

ফাইনালে আমঝুপি ইউনিয়ন দল মুখোমুখি হয় শ্যামপুর ইউনিয়ন দলের। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য ড্র হলে ট্রাইব্রেকারে শ্যামপুর ইউনিয়ন বিজয়ী হয়। বিজয়ী দলকে ট্রফি ও ২০ হাজার টাকা এবং রানার্সআপ দলকে ট্রফি ও ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। তিনি বলেন, খেলাধুলা তরুণ সমাজকে শৃঙ্খলাবোধ, অধ্যবসায় ও দলগত চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। খেলাধুলার মাধ্যমেই তরুণরা মাদক ও অপরাধ থেকে দূরে থাকতে পারে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম সভাপতির বক্তব্যে বলেন, উপজেলা প্রশাসনের এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য তরুণ প্রজন্মকে সুস্থ বিনোদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। আমরা চাই প্রতিটি গ্রামে খেলাধুলার চর্চা আরও বাড়ুক।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তারিকুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সহকারী কমিশনার শেখ

তহিদুল কবির, সদর থানার তদন্ত ইন্সপেক্টর আমিনুল ইসলামসহ জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

খেলা শেষে অতিথিরা বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ৪৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে প্রস্তুুতি সভা করেছে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি।

আজ বুধবার বিকাল ৪ টায় মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র আয়োজনে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান ।

প্রস্তুতি সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, জেলা বাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান, জেলা বিএনপি’র সাবেক নির্বাচন কমিশনার, এ্যাড. নজরুল ইসলাম।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক হাজী মশিউর রহমান, উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রায়হান কবীর, সাধারন সম্পাদক আনিসুজ্জামান টুটুল, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি হাফিজুর, সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান, জেলা যুবদলের দপ্তর

সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকু, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারী কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি ফাহিম আহনাফ লিংকনসহ মোনাখালী ও দারিয়াপুর ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, গ্রাম বিএনপি’র নেতাকর্মী বৃন্দসহ মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি, যুবদল, কৃষক দল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদার জয়রামপুরে জলাবদ্ধতা নিরসনে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর শাহপাড়ায় জিয়া খাল ভরাট করে স্থাপনা নির্মাণের কারণে টানা বর্ষণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় প্রায় ৩০টি পরিবার দীর্ঘদিন ধরে পানিবন্দি অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছিল। এ বিষয়ে অভিযোগ পাওয়ার পর দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র সরেজমিনে এলাকাটি পরিদর্শন করেন। গতকাল বুধবার সকাল ৯টার সময় ইউএনও তিথি মিত্র নিজে উপস্থিত থেকে জলবদ্ধতা নিরসন করেন।

স্থানীয়রা অভিযোগ করে বলেন, জয়রামপুর শাহপাড়ায় জিয়া খাল ভরাট করে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের কারণে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে পুরো এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এরই প্রেক্ষিতে গতকাল বুধবার উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভেকু মেশিন ব্যবহার করে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এতে খালের স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে এনে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন সুত্রে জানা গেছে, যেখানে যেভাবে খাল ভরাট করে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করা হয়েছে, সেখানে প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। জনস্বার্থে এই কার্যক্রম চলমান থাকবে।

এ অভিযানের ফলে জয়রামপুর শাহপাড়ার পানিবন্দি পরিবারগুলো স্বস্তি ফিরে পেয়েছে এবং উপজেলা প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা

করেছেন এলাকাবাসী। পরিদর্শনকালে ও উচ্ছেদ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকৌশলী ও স্থানীয় হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন সহ ইউপি সদস্য গন এবং স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এঘটনায় স্থানীয় এলাকাবাসী উপজেলা প্রশাসনকে সাধুবাদ জানান।

গাংনীতে উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী পরিবারের মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনীতে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের ২০% বাড়িভাড়া ও ১,৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতার দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা শিক্ষা পরিবারের আয়োজনে আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় গাংনী প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি, গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে এবং কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু সায়েম পল্টু ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলুর যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের সভাপতি ও গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন তেরাইল ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিনারুল ইসলাম, হাড়াভাঙ্গা ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, কলেজ শিক্ষক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক মকলেচুর রহমান, কলেজ শিক্ষক সমিতির সদস্য আমিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির জেলা শাখার সম্পাদক আল হেলাল, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি জামাল হোসেন, কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামাল হোসেন, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসানুজ্জামান, গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলরুবা খাতুন, ডিজেএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

রফিকুল ইসলামসহ গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন করমদি ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক কামাল হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের উপজেলা সভাপতি অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন বলেন, আমরা শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে থাকতে চাই। আগের শিক্ষা উপদেষ্টার সুপারিশকৃত ২০% বাড়িভাড়া ও ১,৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আহ্বান জানাই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনারা সবাই কোনো না কোনো শিক্ষকের ছাত্র, অথচ শিক্ষকদের ন্যায্য দাবির ব্যাপারে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ নেন না। বরং শিক্ষকরা যাতে কোনো সুবিধা না পায়, সেজন্য নানা বাধা সৃষ্টি করা হয় যা শিক্ষক সমাজের জন্য লজ্জাজনক।

তিনি আরও বলেন, অনতিবিলম্বে শিক্ষক সমাজের দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে ন্যায্য দাবির প্রজ্ঞাপন জারি করার আহ্বান জানাচ্ছি। দাবিগুলো না মানা হলে আগামীকাল ঢাকায় বৃহত্তর সমাবেশের মাধ্যমে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

তিনি শেষে ৫০০ টাকার বাড়িভাড়া সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন বাতিল করে শিক্ষকদের দাবিকৃত ২০% বাড়িভাড়া ও ১,৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা প্রদানের প্রজ্ঞাপন জারির দাবি জানান।

মুজিবনগরে উপজেলা পর্যায়ে ওয়ার্ড মাস্টার প্রতিযোগিতা

“শব্দ শিখুন, ভাষা শিখুন” শব্দভান্ডারে দক্ষতা মানুষের যোগাযোগ এবং সামাজিক দক্ষতা উন্নত করে। মেহেরপুরের মুজিবনগরে উপজেলা পর্যায়ে ইংরেজি ইন্টার-স্কুল ওয়ার্ড মাস্টার প্রতিযোগিতা ২০২৫

অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি’র আয়োজনে সোমবার সকাল ১০টায় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের পর্যটন মোটেলের হল রুমে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতায় উপজেলার ১৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। ওয়ার্ড মাস্টার প্রতিযোগিতার প্রাথমিক ধাপ বিদ্যালয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বাছাইকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

১ ঘণ্টা সময়ব্যাপী প্রতিযোগীরা ইংরেজি বিষয়ে ৬০ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর লেখে। পরীক্ষা শেষে খাতা মূল্যায়নের পর ৫ জন বিজয়ী শিক্ষার্থীকে উপজেলা পর্যায়ে ইংরেজি বিষয়ে ওয়ার্ড মাস্টার ঘোষণা করা হয়।

প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হয়।

পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি’র সিডিপি সভাপতি ও গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সহকারী অফিসার (প্রোগ্রাম) আন্তন ফলিয়ার সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন জাহিদ, গুডনেইবার্স মেহেরপুর সিডিপি’র প্রজেক্ট ম্যানেজার বিপুল রেমা, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স এবং আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম।

এছাড়াও অংশগ্রহণকারী ১৫টি বিদ্যালয়ের ১৫ জন ইংরেজি শিক্ষকসহ গুডনেইবার্স মেহেরপুর সিডিপি’র কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর উপজেলা পর্যায়ে ইংরেজি ওয়ার্ড মাস্টার প্রতিযোগিতা ২০২৫ এ ১ম স্থান অর্জন করেছে দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা

বিদ্যালয়ের নাফিজা আক্তার, ২য় স্থান মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাফিয়া তাসনিম, ৩য় স্থান দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ওয়াহিদা ফারজানা, ৪র্থ স্থান মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামিয়া আক্তার এবং ৫ম স্থান গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ফাহমিদা ফেরদৌসি রশ্মি।

উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত এই ৫ জন শিক্ষার্থী গুডনেইবার্স আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের ওয়ার্ড মাস্টার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

গাংনীতে উপজেলা ও পৌর বিএনপির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে উপজেলা ও পৌর বিএনপির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সকাল ১১টায় গাংনী ঈদগাহ ময়দানে এ পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবদুল আওয়ালের সঞ্চালনায় ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজউদ্দীন কালুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, রোমানা আহমেদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দীন মনা, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদাল হোসেন।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান সাতু, ইলিয়াস হোসেন, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জাকির হোসেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনা, গাংনী

পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলামসহ জেলা, উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটির নাম ঘোষণা করেন এবং তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।

মেহেরপুরে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গাছের চারা বিতরণ

তারুণ্যের উৎসব উদযাপন উপলক্ষে সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুরের আমদহ ইউনিয়নে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে বিভিন্ন প্রজাতির বনজ ও ফলজ গাছের চারা বিতরণ করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম।

এ সময় তিনি বলেন, একটি গাছ সকলের প্রিয় বন্ধু। গাছ যেমন পরিবেশ রক্ষা করে, তেমনি দুর্দিনে বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়ায়। তাই গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান।

এছাড়াও এসময় আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সালমা পারভীন, ইউপি সদস্য আক্কাস আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহের পাঁচ উপজেলা

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক সংকটে সিজার বন্ধ

ঝিনাইদহের পাঁচ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসক সংকটের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে সিজারিয়ান অপারেশন। জেলার মহেশপুর, হরিণাকুন্ডু, শৈলকুপা, কালীগঞ্জ ও কোটচাঁদপুরে দীর্ঘদিন ধরে এ সেবা বন্ধ থাকায় প্রসূতিদের বাধ্য হয়ে ছুটতে হচ্ছে দূরের বেসরকারি ক্লিনিক ও হাসপাতালে।

এতে একদিকে বাড়ছে চিকিৎসা ব্যয়, অন্যদিকে মা ও নবজাতক পড়ছেন চরম ঝুঁকিতে। এছাড়া এই সুযোগে বাড়ছে বেসরকারি ক্লিনিক ব্যবসা।

জানা গেছে, মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রায় এক বছর ধরে সিজারিয়ান অপারেশন বন্ধ। একই পরিস্থিতি অন্য চার উপজেলাতেও। এনেস্থেসিয়া বিশেষজ্ঞ ও গাইনি চিকিৎসকের অভাবেই এ সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। অথচ সরকারি এই হাসপাতালগুলোতে আধুনিক অপারেশন থিয়েটার, অক্সিজেন সিলিন্ডার, স্যালাইন স্ট্যান্ডসহ সব সরঞ্জাম ব্যবহার উপযোগী অবস্থায় আছে।

প্রসূতি শিরিন আক্তার বলেন, “সরকারি হাসপাতালে গেলে খরচ কম হতো। কিন্তু এখন বাধ্য হয়ে দূরের ক্লিনিকে যেতে হচ্ছে। তাতেও চিকিৎসক সবসময় থাকেন না।”

কালীগঞ্জের কৃষক রহমত আলী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “সরকারি হাসপাতালেই যদি চিকিৎসা না পাই, তাহলে আমরা যাব কোথায়? ডাক্তার না দিলে গরিব মানুষ আরও বিপদে পড়বে।”

হরিণাকুন্ডুর গৃহবধূ ফারজানা খাতুন জানান, “ক্লিনিকে গেলে অন্তত ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়। গরিব মানুষ কীভাবে এই টাকা জোগাড় করবে? তারপরও বাধ্য হয়ে ক্লিনিকেই যেতে হচ্ছে।”

এ বিষয়ে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা. মো. কামরুজ্জামান বলেন, “সব উপজেলাতেই অপারেশনের যন্ত্রপাতি রয়েছে। কিন্তু চিকিৎসক সংকট বড় সমস্যা। দ্রুত পদায়ন হলে আবারও সিজারিয়ান অপারেশন চালু করা সম্ভব হবে।”

স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যমতে, চিকিৎসক থাকলে শুধু এই পাঁচ উপজেলা

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেই প্রতি মাসে অন্তত ২০০ প্রসূতি মাতা সরকারি সেবা পেতেন। দীর্ঘদিন ধরে সিজারি করা বন্ধ থাকায় গরিব পরিবারগুলো চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।